সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

كيف تجعل الخلق يدعون لك
– এর অনুবাদ

দুআ যদি পেতে চাও

ড. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আন নাঈম

অনুবাদ
মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব

সম্পাদনা
মাওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহিল কাইয়ুম

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

আমল–আখলাক দুআ যদি পেতে চাও
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত: +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ ১৪৪১ হি. / জুলাই ২০২০ খ্রি.
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
সম্পাদনা-সহযোগী : মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন

ISBN : 978-984-94323-9-5

মূল্য : ৳ ২০০ (দুই শত টাকা মাত্র) US $10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

প্রকাশকের কথা

মিশরে জন্মগ্রহণকারী ড. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আন নাঈম আরব-বিশ্বের প্রখ্যাত শায়খদের অন্যতম। তিনি আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। দুনিয়ার স্বল্পস্থায়ী জীবনে বহুমুখী নেকী অর্জনকারী আমলের মাধ্যমে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করার বিষয়টিই তার রচনাবলির মূল প্রতিপাদ্য। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি রচনা করেছিলেন বক্ষমাণ গ্রন্থটি—*কাইফা তাজআলুল খালকা ইয়াদউনা লাক*। সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল অনুবাদক মাওলানা হামদুল্লাহ লাবীব গ্রন্থটি আরবি থেকে অনুবাদ করে নামকরণ করেছেন *দুআ যদি পেতে চাও*।

আল্লাহপ্রেমিকগণ জাগতিক যে কোনো সমস্যায় প্রথমেই আল্লাহর দিকে নিজেকে সোপর্দ করেন। আর সাধারণ মুসলিমরা উপায়ন্তর না দেখে আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারস্থ হয়। তখন তারা নিজেরা কাকুতি-মিনতিসহ দুআ করে এবং অন্যদের দুআও প্রত্যাশা করে। দুআয় আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা না থাকাতে দুআ করেও আমরা ব্যর্থ হই এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠি। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কিছু আমলের বর্ণনা রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা মানুষ ও ফেরেশতাসহ সকল সৃষ্টিজীবের দুআ লাভ করতে সক্ষম হই। এসব দুআ অগোচরেই আমাদের জন্য একটি সুন্দর, শান্তিময় ও দ্বীনী জীবন-যাপনে সহায়ক হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে সেসব দুআ লাভের উপায়ই বর্ণনা করা হয়েছে। এদিক দিয়ে এ গ্রন্থটি সকলের জন্য এক অবিশ্বাস্য পাথেয়।

আমরা গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করার সার্বিক চেষ্টা করেছি। তারপরও সুহৃদয় পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করা হলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির পাঠক, অনুবাদক, প্রকাশক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
১০ জুলাই ২০২০

কিছু কথা

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

মানুষ সহজ পথ খোঁজে। সহজে পেতে চায় সবকিছুই। অল্পতে বেশি মুনাফা প্রত্যাশা করে। আমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, আখেরাত আছে বলে জানি, তারাও চাই আখেরাতের সে জীবনকে সহজে সুন্দর করতে। পরিপাটি করে নিতে। ফুলে ফুলে সমৃদ্ধ করে তুলতে।

আরববিশ্বের প্রখ্যাত আলেম, লেখক ও চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আন নাঈম রাহিমাহুল্লাহ রচিত *কাইফা তাজআলুল খালকা ইয়াদউনা লাক*-এর অনুবাদ *দুআ যদি পেতে চাও* গ্রন্থটি। এতে কীভাবে মানুষ, নবীজী, ফেরেশতা ও সৃষ্টিজগতের সবকিছুর দুআ পাওয়া যায়, এ শিরোনামে কিছু সহজ আমল বা কাজের কথা আলোচিত হয়েছে। যে কাজগুলো করে খুব সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করে নেয়া যায়। নবীজীর নৈকট্য অর্জন করা যায়। ফেরেশতাদের মহামূল্যবান ইসতিগফার ও দুআ লাভ করা যায়। আরও কিছু সহজ কাজের আলোচনা স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে, যেগুলো করে পশু পাখি, সমুদ্রের মাছ ও পিঁপড়ের দুআ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

আমরা আশাবাদী গ্রন্থটি বাংলাভাষী মুসলমানদের ছোট ছোট এসব পূণ্যময় কাজে অনুপ্রাণিত করবে। সৎ এবং কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে শুদ্ধ সুন্দর মনন বিনির্মানে।

শ্রদ্ধেয় পিতা, মাওলানা সৈয়দ আব্দুল্লাহিল কাইয়ুম সাহেব, গ্রন্থটি যত্নসহকারে সম্পাদনা করে দিয়েছেন। আধুনিক ইসলামী সাহিত্য ও কিতাবাদির অন্যতম পথিকৃত *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে এটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। গ্রন্থটি আমাদের নাযাতের উসিলা বানান। আমীন।

হামদুল্লাহ লাবীব
২৭ শাওয়াল ১৪৪১ হি.

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়

কীভাবে তুমি মানুষের দুআ পাবে? ১৩

তোমার চরিত্র সুন্দর করো ১৩
অগোচরে মানুষের জন্য দুআ করো ১৭
সন্তানকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোল ২১
হাঁচির সময় জোরে আলহামদুলিল্লাহ বলো ২৩
অপরকে মুমিনদের জন্য ইসতিগফারের সাওয়াব শিক্ষা দাও ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবীজী সা.-এর দুআ পাবে কীভাবে? ২৭

আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত নফল নামায আদায় করো ২৭
ইমামতি করো অথবা আযান দাও ২৮
হজ আদায় করো ২৯
হাজী সাহেবকে ইসতিগফার করতে বলো ৩০
হজের নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করার পর মাথা মুণ্ডন করো অথবা চুল ছোট করো ৩২
নবীজীর সুপারিশ লাভ করা যায়—এমন কাজ করা ৩৩
তাহাজ্জুদ আদায়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সাহায্য করো ৩৭
কেনাবেচা ও পাওনা চাওয়ার ক্ষেত্রে উদার হও ৩৯
ভালো কথা বলো, মন্দ কথা বলা থেকে চুপ থাক ৪০
অধীনস্থদের প্রতি সদয় আচরণ করো ৪১
দিনের শুরুর অংশ কাজে লাগাও ৪৩
মৃত্যুর পূর্বে কৃত যুলুম থেকে মুক্ত হও ৪৪
হাদীস মুখস্ত করো এবং এর প্রচার-প্রসার করো ৪৮
নবীজীর ব্যবহৃত শস্য পরিমাপক পাত্র ও পাল্লা ব্যবহার করো ৫১
জান্নাতী যুবকদের দুই নেতাকে ভালোবাস ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

কীভাবে ফেরেশতাদের দুআ পাবে? ৫৭

১। ইসতিগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা লাভের কাজসমূহ ৫৮
পবিত্র অবস্থায় ঘুমাও ৫৮
নামাযের জায়গায় অবস্থান করো ৬১
আগ্রহ করে সাহরী খাও ৬৬
নামাযে প্রথম বা দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়াতে চেষ্টা করো ৬৬
নামাযের কাতারে ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করে দাঁড়াও ৭১
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও ৭৬
তাওবা করো, সুন্নাহর অনুসরণ করো ৮০
সৎভাবে জীবন যাপন করো, মৃত্যুবধি এ পথ আঁকড়ে থাক ৮২
নবীজী সা.-এর ওপর দরূদ পাঠ করো ৮৩

২। কল্যাণকর দুআ লাভের কাজসমূহ ৮৭
মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করো ৮৭
সদাকা দাও ৮৮
অগোচরে তোমার ভাইয়ের জন্য দুআ করো ৯৩
মোরগ ডাকার সময় দুআ কর ৯৪
ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহার পর আমীন বলো ৯৫

চতুর্থ অধ্যায়

কীভাবে তুমি সৃষ্টিকুলের দুআ পাবে? ৯৭

মুআযযিন হও, অথবা মুআযযিন যা বলে তার সাথে সাথে সে বাক্যগুলো বলো ৯৭
ইলম-জ্ঞান অন্বেষণ করো ৯৮
মানুষকে আল্লাহর পথে ডাক ১০০

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীজীর উপর। যিনি প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বচরাচরের জন্য রহমত স্বরূপ। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যিনি একক। যার নেই কোনো অংশীদার। যিনি প্রথম এবং শেষ, সর্বকালের মাবূদ। সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তাঁর প্রিয় বন্ধু। তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার ও সহচরদের প্রতি বর্ষিত হোক অসংখ্য অগণিত দরূদ ও সালাম। মানুষের সৌভাগ্যের নিদর্শন তো এই, সর্বসাধারণ তার মঙ্গল কামনা করে, সৎকর্মশীলগণ হয় তার কল্যাণকামী। তারা অগোচরেও তার জন্য দুআ করে।

এই সৌভাগ্য যার হয়, সে অনুভব করে এক বর্ণনাতীত প্রশান্তি। মানুষের প্রিয়ভাজন এবং তাদের ঘনিষ্ঠজন সে, এটি তার প্রমাণ। সে তাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। ফলে তারা গোচরে অথবা অগোচরে সর্বাবস্থায় তার জন্য দুআ করছে। এটি এমন উঁচু মর্যাদা, প্রতিটি মানুষ যার আশা রাখে; সম্মান ও মর্যাদার এমন প্রতীক, যার কোনো মূল্য হয় না। সুতরাং মর্যাদার এ শীর্ষ চূড়ায় কীভাবে পৌঁছবে তুমি? তোমার গোচরে কিংবা অগোচরে কীভাবে তুমি মানুষের দুআ অর্জন করবে?

ইসলাম মুমিনদের উৎসাহিত করেছে পরস্পরের জন্য ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক মুমিন নারী-পুরুষের বিনিময়ে একটি করে সাওয়াব দান করবেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন মৃত মুসলমানদের জানাযার নামায আদায় করে তাদের শেষ বিদায় জানায়। তাদের দাফন কার্যে উপস্থিত হয়। তাদের মৃত ভাইয়ের জন্য ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। কায়মনোবাক্যে দুআ করে।

যেমন আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি— 'তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করো, তার জন্য মন থেকে দুআ করো।'[১]

ইসলাম কোনো মুসলমানকে অভিসম্পাত করতে বলে না। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন কাউকে যদি আমরা মসজিদে ঘোষণা পূর্বক কোনো বস্তু সন্ধান করতে দেখি, যেমন আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে কোনো বস্তু সন্ধান করার উদ্দেশ্যে মসজিদে ঘোষণা করতে শোনে, তাহলে সে বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন, মসজিদ তো এ কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়নি।'[২]

অথবা আমরা যখন কাউকে মসজিদে কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখব, যেমন বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে, তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহ তাআলা যেন তোমার ব্যবসায় বরকত না দেন।'[৩]

সে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, যার জন্য মানুষ দুআ করে। আশীর্বাদ জানায় ফেরেশতাগণ। তাদের মধ্য হতে কোনো একজনের দুআ যদি কবুল করে নেন আল্লাহ তাআলা, তবে তো সে অনন্তকালের জন্য সৌভাগ্যবান, চিরসুখী।

অনেক নেককারগণ দুআ পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন—আল্লাহ তাআলার কাছে সে দুআ কবুল হওয়ার আশায়। একবার মারুফ আল

---

[১] *সুনান*, আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১৯৯, *সুনান*, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪৯৭, *সুনান*, বাইহাকি, ৬৯৬৪, *সহীহ*, ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩০৭৭।

[২] ইমাম আহমদ, *আল ফাতহুর রব্বানী*, ৩/৬৫; সহীহ, মুসলিম, হাদীস নং ৫৬৮; জামে তিরমিযী , হাদীস নং ১৩২১; সুনান, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৩; সুনান, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৬৭।

[৩] *জামে তিরমিযী*, হাদীস নং ১৩২১; দারিমী, হাদীস নং ১৪০১; *নাসায়ি ফিস্ সুনানিল কুবরা*, হাদীস নং ৯৯৩৩, *মুসতাদরাক*, হাকিম, হাদীস নং ২৩৩৯; ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ১৩০৫, *বাইহাকি ফিস-সুনানিল কুবরা*, হাদীস নং ৪৩৪৫, *সহীহ*, ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩১৩।

কারখী রাহিমাহুল্লাহর পাশ দিয়ে এক ভিস্তিওয়ালা এই বলতে বলতে অতিক্রম করছিল, 'যে ব্যক্তি পানি পান করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।' তিনি অগ্রসর হয়ে পানি পান করলেন। তাঁকে বলা হলো, 'আপনি নফল রোযা রেখে ছিলেন না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তবে আমি তার দুআ পেতে আগ্রহবোধ করেছি।[৪] সুতরাং কীভাবে তুমি মানুষের আশীর্বাদ অর্জন করবে? কীভাবে তাদের দুআ পেয়ে ধন্য হবে?

মানুষের সন্তুষ্টি কিনতে পাওয়া যায় না। সম্ভব নয় সম্পদ দিয়ে ভালোবাসা খরিদ করে নেয়া। মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করা নিঃসন্দেহে সহজ কোনো কাজ নয়।

- ✓ তাই হে আল্লাহর বান্দা, মানুষের দুআ পেতে তোমার কি করণীয়?
- ✓ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ পেতে কি করা উচিৎ তোমার?
- ✓ কোন কাজে ফেরেশতারা তোমার জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে তোমার জন্য?
- ✓ কোন কাজে সমগ্র সৃষ্টিজগত তোমার জন্য দুআ ও ইসতিগফার করবে, সাদর সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ জানাবে?

এ বইয়ের দুই মলাটের ভেতর এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা তোমাকে বলব, কাজগুলো যখন করবে, উপরোক্ত সবকিছুর উপযুক্ত বিবেচিত হবে তুমি। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতকে তোমার প্রতি ঝুঁকিয়ে দেবেন। আল্লাহর নির্দেশে তারা তোমার জন্য দুআয় মগ্ন হবে।

এখানে এমন পাঁচটি কাজের বিবরণ দেওয়া হবে, যে কাজগুলো করলে মানুষ তোমার জন্য ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। দুআ করবে। সাদর সম্ভাষণ জানাবে। এমন পনেরোটি কাজের বিবরণ দেওয়া হবে, যে কাজগুলো করে তুমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআ পাবে। এমন চৌদ্দটি কাজের বিবরণ দেওয়া হবে, যে কাজগুলো করলে তোমার জন্য ফেরেশেতারা দুআ করবে। তোমার জন্য ইসতিগফার ও

[৪] *ফায়যুল কাদির শরহুল জামিয়িস্ সগীর লিল মুনাওয়ী*, ১/৪৯৮, টিকা ৯৯৭।

ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এমন তিনটি কাজের কথা বলা হবে, যে কাজগুলো করে শুধু মানুষ আর ফেরেশতা নয়, বরং সৃষ্টিকূল তোমার জন্য দুআ করবে। ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিঃসন্দেহে এটি মর্যাদার এমন শীর্ষ চূড়া, যেখানে সবাই পৌঁছতে চায়। সুতরাং তুমি কি জানতে চাও সে কাজগুলো কি? তুমি কি চাও এই মর্যাদা লুফে নিতে?

তবে এই গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো। যাতে ছত্রিশটি কাজের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এগুলোকে আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কতগুলো হাদীস থেকে নির্বাচন করেছি, যেগুলোকে হাদীস বিশারদগণ বিশুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব তদানুযায়ী কাজ করো। গ্রন্থটি একটি ভূমিকা ও চারটি অধ্যায়ে সাজানো। অধ্যায়গুলো হলো :

প্রথম অধ্যায় : কীভাবে তুমি মানুষের দুআ পাবে?

দ্বিতীয় অধ্যায় : কীভাবে তুমি নবীজীর দুআ পাবে?

তৃতীয় অধ্যায় : কীভাবে তুমি ফেরেশতাদের দুআ পাবে?

চতুর্থ অধ্যায় : কীভাবে তুমি সৃষ্টিকূলের দুআ পাবে?

মহামহিম প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এ কাজের প্রতিদান থেকে বঞ্চিত না করেন। এ কাজে আমাদের আন্তরিকতা ও দক্ষতা দিয়ে সাহায্য করেন। যারা এ গ্রন্থটি প্রকাশে শ্রম দিয়েছেন, তাদের ভূষিত করেন উত্তম প্রতিদানে।

মুহাম্মাদ
১১-৫-১৪৩৩ হি.

প্রথম অধ্যায়

কীভাবে তুমি মানুষের দুআ পাবে?

মানুষের দুআ ও আশির্বাদ কীভাবে পাবে তুমি? কি করা হলে তারা তোমার জন্য ইসতিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে? এ অধ্যায়ে এমন পাঁচটি কাজের বিবরণ তুলে ধরব—তুমি যদি সে কাজগুলো করো, তবে তোমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজন তোমার জন্য দুআ করবে। আল্লাহর নির্দেশে তারা তোমার শুভকামনা করবে।

প্রথম কাজ : তোমার চরিত্র সুন্দর করো

মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। উত্তম আচরণ করবে। তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। সাহায্য করবে সাধ্যমতো। আল্লাহ তাআলা তাদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তাতে হিংসা করবে না। দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে। জনসম্মুখে অপদস্থ করবে না। এসব যদি না পার, তবে মানুষের ক্ষতি করা থেকে দূরে থাকবে। দেখবে, তোমার অগোচরেও তারা দুআ করছে তোমার জন্য। মানুষ যখন যথাসম্ভব নিজেকে দমিয়ে রাখে, রাগ চেপে রাখে এবং নিয়ন্ত্রণে রাখে জিহ্বাকে, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে এবং মানুষের কাছে তার মর্যাদা বেড়ে যায়। যতটুক সম্ভব মানুষের ভুল-ত্রুটি এড়িয়ে যাবে। পদস্খলনগুলো ক্ষমা করে দেবে। এতে হৃদ্যতার বন্ধন অটুট থাকবে। মানুষের ভালোবাসা পাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ لَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾ وَ مَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ ﴿۳۵﴾

ভালো আর মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা, যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪-৩৫)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوْا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ

তোমাদের কাছে মানুষ সম্পদের প্রত্যাশা করে না, চায় একটুখানি হাসিমুখ ও সুন্দর ব্যবহার।[৫]

নবীজী আমাদের যেসব সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্য হতে একটি হলো, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছে, আমরা তার বদলা বা প্রতিদান দেব। অর্থাৎ, তার সঙ্গেও অনুরূপ ভালো ব্যবহার করব। যদি না পারি, অন্তত দুআ করতে কার্পণ্য করব না। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَن اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفاً فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِأُوْهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ، وَمَنْ اسْتَأَجَرَكُمْ فَأَجِيْرُوْهُ.

যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চায়, তাকে দান কর। যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আল্লাহর নাম নিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকে সাহায্য কর। যে ব্যক্তি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে, তার প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেওয়ার মতো কিছু না পাও, তার জন্য দুআ কর। যাতে তারা বুঝতে পারে, তোমরা প্রতিদান দিতে চেষ্টা করেছ। আর যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও।[৬]

---

[৫] *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব*, ২৬৬১।

[৬] *আল-ফাতহুর রব্বানী*, ইমাম আহমদ, ৯/১২৬; *সুনান*, আবু দাউদ, হাদীস নং১৬৭২; *সুনান*, নাসায়ী, হাদীস নং ২৫৬৭; *সহীহ*, ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩৩৬৪; *মুসতাদরাক*, হাকিম, ১/৪১২।